পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৩	০৩	-	-	০৩	০৩	সর্বোচ্চ ৪৪০% ও সর্বনিম্ন ৮৩.৩৩%	০৩	সর্বোচ্চ ১০৪.৭৭% ও সর্বনিম্ন ৯.৪১%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৩ (তিন)

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধনী, আন্তঃখাত সমন্বয়)	মোট: ৪৭০৮.৫৭ জিওবি: ৪৭০৮.৫৭	০১/১১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০
সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	মোট: ৫৯০১.৩৬ জিওবি: ৫৯০১.৩৬	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৯
তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	মোট: ৪৩৫০.৪৪ জিওবি: ৪৩৫০.৪৪	০১/০১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

নং	সমস্যা	সুপারিশ
১.	প্রকল্প গ্রহণের সময় সঠিকভাবে পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। এতে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধনী, আন্তঃখাত সমন্বয়) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১. প্রকল্পের নাম : ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা)অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধনী,আন্তঃখাত সমন্বয়)

২. পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : নুশরাত শারমীন, উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব),আইএমইডি

৩. পরিদর্শনের তারিখ : ৩০.১০.২০২৩খ্রি.

৪. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

৫. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৬.প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	রমনা

৭. প্রক**ল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত সময়
মূল মোট টাকা জিওবি সংস্থার নিজস্ব	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা জিওবি সংস্থার নিজস্ব	মোট টাকা জিওবি সংস্থার নিজস্ব	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)	বাস্তবায়নকাল(১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক মেয়াদ বৃদ্ধি)	ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল প্রাক্কলিত বাস্তবায়নকালের%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৩০৩.৬০	৪৮৭৭.৯৮	৪৭০৮.৫৭	০১/১১/২০১৬ হতে ৩০/১২/২০১৮	০১/১১/২০১৬ হতে ৩০/১২/২০১৯	০১/১১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০	৯.৪১%	১১৫%

৮.প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্ব						
১.	Print & Advertisement	থোক	৬.০০		৬.০০	১০০%
২.	Architectural Drawing with 3D Presentation and stationaries for architecture	থোক	২৬.০০		২১.৫৩	১০০%
৩.	Honorarium for TOC/TEC/PSC/PIC etc.	থোক	৫.০০		৩.৩৫	১০০%

ক্রমিক নং	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
৪.	Soil Investigation, Quality assurance, materal sample Collection & testing ec.	থোক	৮.০০		২.০৭	১০০%
৫.	External Gas Line with TITAS fees and others	থোক	৩০.০০		৩.০১	১০০%
উপ-মোট (রাজস্ব)			৭৫.০০		৩৫.৯৬	১০০%
(খ) মূলধন						
	Construction of building	বর্গ মিটার	২৬৫৮.১২	৪৭৫৩.৩৫	২৬৪৪.১৭	১০০%
	Internal Sanitary & Water Supply, Underground water reservoir and gas connection works.	বর্গ মিটার	১৪২.৮৬	৪৭৫৩.৩৫	১১০.৪৮	১০০%
	Internal Electrification	বর্গ মিটার	১৭৭.০০	৪৭৫৩.৩৫	১৭৬.২৮	১০০%
	Construction of interal RCC road, Boundary wall & gate	বর্গ মিটার	১৬৫.০০	১৬৬০.৬৩	১২৩.৬৪	১০০%
	External electrification & Electro Mechanical Component	থোক	১১০৯.৭৪		১১০৮.৭৪	১০০%
	Foundation stone laying & inauguration	থোক	৩০.০০			
	Arboriculture and Landscaping	থোক	৩০.০০		২৭.০০	১০০%
	Furniture for multi purpose hall & dormitory	সংখ্যা	৪৫৪.৭৬	৯৯৬	৪৫৩.৮৭	১০০%
	1 nos. Photocopy Machine for MOFA	সংখ্যা	১.০০	১	১.০০	১০০%
	Computer & other accessories For IT Lab (@1.25 Lac Each set)	সংখ্যা	২৫.০০	২০	২৪.৯৩	১০০%
	Laptop = 3 set (PWD, DOA & MOFA)	সংখ্যা	২.৫০	৩	২.৫০	১০০%
	উপ-মোট (মূলধন)		৪৭৯৫.৯৮		৪৬৭২.৬১	১০০%
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		৪৮৭০.৯৮		৪৭০৮.৫৭	১০০%
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৩.৫০			
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৩.৫০			
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৮৭৭.৯৮		৪৭০৮.৫৭	১০০%

৯. **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০. **প্রকল্পের পটভূমি:**

বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডারের প্রবেশনার কর্মকর্তাদের ৬ মাস মেয়াদী আবাসিক পেশাদারী কূটনৈতিক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার উদ্দেশ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। গত ২০ বছরেরও অধিককাল ধরে এ একাডেমী রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'সুগন্ধা' এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে সুপরিচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ভবনটি প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনায় নূন্যতম অবকাঠামো নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে এবং ক্রমশঃ এর কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে সরকারের যুগোপযোগী পররাষ্ট্রনীতির চাহিদা মেটানোর জন্য পররাষ্ট্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের নানামুখী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এই ভবনের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা অন্তরায় হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, এ ভবনটি ইতোমধ্যে হেরিটেজ ভবন হিসেবেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ছাড়াও এ একাডেমী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের পেশাদারী দক্ষতার মান বজায় রাখার জন্য নিয়মিত কোর্সের আয়োজন করে থাকে।

এছাড়াও চুক্তিভিত্তিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার ও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য এবং মিশনসমূহ কূটনৈতিক উইং ব্যাতীত অন্যান্য উইং-এ (যথাঃ কমার্শিয়াল উইং, ট্রেডউইং, লেবার উইং ইত্যাদি) পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্সেরও আয়োজন করে থাকে। একাডেমীর ন্যায় বিদেশী কূটনৈতিকদের জন্য কোর্সের আয়োজন করেছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হিসাব) গণের জন্য এ একাডেমীতে সফলতার সাথে কোর্স পরিচালনা করে আসছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কয়েকটি সেমিনারও এ একাডেমীতে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নির্ধারিত স্থান না থাকায় এ একাডেমীর সীমাবদ্ধ পরিসরে উপরে বর্ণিত পেশাদারী কোর্সের বাইরেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। এ সকল পেশাদারী কোর্স ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সরকারের মাননীয় মন্ত্রীবর্গসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ জরাজীর্ণ ভবনে বর্ণিত মান্যবর অতিথিগণের উপস্থিতির জন্য একবারেই অনুপোযোগী এবং প্রায়শইঃ বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি দেশের সমধর্মী একাডেমী/ইন্সটিউটের সাথে (যথাঃ ভারত, দি নেদারল্যান্ডস, বুলগেরিয়া, চায়না ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দ্বিপক্ষিক যৌথ সহযোগীতার চুক্তি রয়েছে যার অধীনে উভয় দেশই নিজ দেশে অপর দেশের কূটনীতিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমীর যথেষ্ট অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় যধাক্রমে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের কূটনীতিকদের জন্য এবং ভারতীয় কূটনীতিকদের জন্য দুইটি কোর্সের আয়োজন করা যাতে তাদেঁর আবাসন ব্যয়বহুল পাঁচতারকা হোটেলে করা হয়। আন্তর্জাতিকমানের আবাসনব্যবস্থা সম্বলিত প্রস্তাবিত ভবনটি থাকলে এ ব্যয় পরিহার সম্ভবপর হবে।

বর্তমান ভবনটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্মিত হওয়ায় এতে কক্ষের সংখ্যা এর বিন্যাস প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল ও অনুপোযোগী এ ভবনে একটি মাত্র ক্লাসরুমের উপযোগী কক্ষ রয়েছে যাতে এক সাথে ১২ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তার সংকুলান সম্ভবপর নয়। বর্তমানে প্রতিব্যাচে ২০-২৫ জন কর্মকর্তা যোগদান করেন যাদেঁর প্রশিক্ষণ ভাগে ভাগ করতে হচ্ছে যা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। একসাথে একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ পরিচালনা সম্ভব হলে এ অনাকাঙ্খিত ব্যয় পরিহার করা সম্ভবপর হবে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি আবাসিক হওয়াতে নিরুপায় হয়ে একাডেমী চত্বরে গাড়ীচালকদের/সিকিউরিটি গার্ডদের আবাসনের উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবনে কর্মকর্তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পদমর্যাদার সাথে উপযুক্ত না হওয়া ছাড়াও আবাসিক ভবনটি একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। ভবনটিতে যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় তা অত্যন্ত স্যাতঁস্যাতে অবস্থায় থাকে যা একেবারেই কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য উপযুক্ত নয়। তদুপরি স্বল্প সংখ্যক কক্ষ থাকতে একই কক্ষে ৩/৪ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাকে আবাসনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করে। তদুপরি মূলভবনটি হেরিটেজ ভবন হওয়াতে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অত্যধীক বিধায় নিয়মিত মেরামত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও ভবনের মূলকাঠামো অপরিবর্তনীয় রেখে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংযোগ দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব এ ভবনটি ব্যবহার করা হতে বিরত থেকে নতুন ভবনে একাডেমী স্থানান্তর আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর অন্যন্য দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমী বা সমধর্মী প্রতিষ্ঠান দেশের পররাষ্ট্র নীতির থিংক ট্যাংক হিসেবে কাজ করে। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও শুধুমাত্র অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমী বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের সময়োপযোগী কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক অর্জনে যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত সুবিধার উন্নয়ন করা।
২. নিবিড় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ফরেন ক্যাডারের কর্মকর্তা ও কূটনীতিকদের দক্ষতা এবং

দক্ষতার বিকাশ করা।

৩. ফরেন সার্ভিস ক্যাডারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

১. ৪৭৫৩.৩৫ ব.মি. ভবন নির্মাণ

২. ১৬৬০.৬৩ ব.মি. আরসিসি রাস্তা নির্মাণ

৩.এক্সটার্নাল ইলেক্ট্রিফিকেশন

৪.ইন্টার্নাল ইলেক্ট্রিফিকেশন

৫.আরবরিকালাচার ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং

৬.আসবাবপত্র

১২. প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন:

প্রকল্পটি ৪৩০৩.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৭/১১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা **মন্ত্রী কর্তৃক** অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৮/১১/২০১৬ তারিখে ৯৬ নং স্মারকে পরিকল্পনা কমিশন **কর্তৃক** প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। পরে ১৬/০১/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের ব্যয় ১৩.৩৪% এবং মেয়াদ ২৫% বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯ নির্ধারণ করে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী মাননীয় পররাষ্ট্র **মন্ত্রী** কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ (১ম বার) ০৬(ছয়) মাস অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১৩ . অর্থ বছর ভিত্তিক প্রকল্প দলিল অনুযায়ী (ক) আর্থিক লক্ষমাত্রা; (খ) এডিপি বরাদ্দ ও (গ) ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি (%)
২০১৬-২০১৭	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১.৬১%
২০১৭-২০১৮	১১০২.৪০	১১০২.৪১	১১০২.৪১	৩৫.৩৬%
২০১৮-২০১৯	৩৭২৫.৫৮	৭৬৬.৬৬	৭৬৬.৬৬	২৪.৫৯%
২০১৯-২০২০	-	১১৯৮.৪৭	১১৯৮.৪৭	৩৮.৪৪%
মোট	**৪৮৭৭.৯৮**	**৩১১৭.৫৪**	**৩১১৭.৫৪**	**১০০%**

তথ্যসূত্র: **মন্ত্রণালয়** এর পিসিআর প্রতিবেদন

১৪. আইএমইডি'র পরিচালক জনাব পুলক কান্তি বড়ুয়া কর্তৃক সর্বশেষ ৭ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেখে ০৬(ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সুপারিশসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিম্নরূপ:

ক্র. নং.	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশের বাস্তবায়ন
১.	১। যেহেতু প্রকল্পের ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের জন্য মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, দরপত্রের ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদন সাপেক্ষে বিল পরিশোধের জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	

ক্র. নং.	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশের বাস্তবায়ন
২.	প্রকল্পের বাউন্ডারীওয়ালসহ যেসব স্থাপনায় ভঙ্গুর কাচেঁর অরক্ষিত অবকাঠামো রয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বর্ণিত সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি।
৩.	এ মেয়াদ বৃদ্ধির পর আর কোন ভাবেই এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যাবে না;	
৪.	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	

১৫. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

অডিট কর্তৃপক্ষ (এক্সটার্নাল/ ইন্টারনাল, উল্লেখ করুন)	অডিটের অর্থবছর	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)
ইন্টারনাল Audit	২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত	Nill	Nill	Nill
এক্সটারনাল Audit	২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত	Nill	Nill	Nill

তথ্যসূত্র: **মন্ত্রণালয়** এর পিসিআর প্রতিবেদন

১৬. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান চত্বরে ১ টি বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়, ১ম সংশোধন)’ শীর্ষক সমাপ্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি’র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর সেক্টর-১ এর উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনাব নুশরাত শারমীন **কর্তৃক** ৩০.১০.২০২৩খ্রি. তারিখে **বেইলী রোডে** অবস্থিত ফরেন সার্ভিস একাডেমী চত্বরে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

(Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh and Consultancy above Tk. 100.00 lakh.)

(লক্ষ টাকায়)

কাজের নাম	দরপত্রের ধরন	দরপত্র আহবানের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
Infrastructural Development of Foreign Service Academy	OTM	৩০/০১/২০১৭	২৯৭৭.০০	২৩/০৫/২০১৭	২১১৫.০০	৩০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

কাজের নাম	দরপত্রের ধরন	দরপত্র আহবানের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ
Sugondha. Sub Head Construction of 4-storied building including Foundation, Superstructure, Sanitary and water supply, Antitermite, Gas connection and internal electrification works							
Manufacturing & supplying of Furniture for Foreign Service Academy, Sugandha Under Infrastructural Development of Foreign Service Academy (Sugondha) Project, Dhaka	OTM	৩০/০৪/২০১৯	২৮৬.০৪৮	২৩/০৫/২০১৯	২৮৫.০০	৩০/০৫/২০১৯	২৯/০৬/২০১৯

১৮. <u>প্রকল্পের ব্যয় এবং সময় বৃদ্ধির যৌক্তিকতাঃ</u>

১. যেহেতু প্ল্যান, সেকশন, উচ্চতা, মডেল এবং ডিজিটাল ডিজাইনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, তাই স্থাপত্য নকশা তৈরী করতে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং আর্কিটেক্ট বিভাগের পরামর্শে বাস্তব পরিমাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এস্টিমেট মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মুল ভবন ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ।

৩. প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার ভিত্তিতে বহিঃবিদ্যুতায়নের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত সুবিধার উন্নয়ন	অর্জিত হয়েছে
নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পররাষ্ট্র ক্যাডার কর্মকর্তা ও কূটনীতিকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বিকাশ করা	অর্জিত হয়েছে
পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নত করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা	অর্জিত হয়েছে

২০. **প্রাপ্ত ফলাফলের বর্ণনা**

Impact on socio-Economic activity সংক্রান্ত :

বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ছাড়াও ফরেন সার্ভিস একাডেমী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের পেশাদারী দক্ষতার মান বজায় রাখার জন্য নিয়মিত কোর্সের আয়োজন করে থাকে।এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে ভালো প্রভাব রাখা সম্ভব যেহেতু নির্মিত নতুন ভবনে এই একাডেমীর প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যাতীত অন্যান্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে ।

Impact on environment সংক্রান্ত:

এই প্রকল্পে নির্মাণকাজে খুবই সাম্প্রতিক প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে।প্রকল্পে উন্নত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ড্রেইনেজ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।এছাড়াও, বৃক্ষ রোপণ এবং প্রকল্পের চারপাশে ল্যান্ডস্ক্যাপিং এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। নির্মাণ কাজের অংশ হিসেবে Construction Safety, Protection during Construction ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্মাণকালীন সময়ে প্রতিপালন করা হয়েছে।

২১. গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত: উক্ত প্রকল্প থেকে কোন গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।

২২. প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পে পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খন্দকার	রেক্টর, ফরেন সার্ভিস একাডেমী ও প্রকল্প পরিচালক, ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধনী, আন্তঃখাত সমন্বয়)	০১/১১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত

২৩. উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: "ফরেন সার্ভিস একাডেমীর (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (১ম সংশোধনী, আন্তঃখাত সমন্বয়)" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২৪. **সার্বিক পর্যবেক্ষণ:**

২৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) এবং ব্যয় অতিক্রান্ত(Cost Over-run) সংক্রান্ত:

প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনের মাধ্যমে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির পর ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্ব ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।এরপর প্রকল্পের ১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০৬(ছয়) মাস অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল এর চেয়ে ৩০ মাস সময় বেশী অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১১৫% টাইম ওভার রান এবং ৯.৪১% ব্যয় মূল প্রাক্কলন হতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৪.২ আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা:

পিসিআর প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এক্সটার্নাল গ্যাস লাইন এর তিতাস চার্জ এবং অন্যান্য বাবদ ২৬.৯৯ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। মোট রাজস্ব খাতে প্রাক্কলিত ৭৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩৫.৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, সাশ্রয় হয়েছে ৩৯.০৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া, মুলধন খাতে প্রাক্কলিত ৪৭৯৫.৯৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৬৭২.৬১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, সাশ্রয় হয়েছে ১২৩.৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পে মোট সাশ্রয় হয়েছে ১৬৯.৪১ লক্ষ টাকা। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের অব্যায়িত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে।

২৪.৩ অডিট সংক্রান্ত পর্যালোচনা:

পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, পিসিআর এর Part F. MONITORING AND AUDITING অংশে ২০১৬-১৭ থকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পর্কিত সকল তথ্য nill.কিন্তু,প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ০৪টি ইন্টার্নাল অডিট এবং

০৩টি এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে যেখানে there was no Audit objection উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু, প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত হয়েছে সেজন্য প্রকল্পের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত প্রকল্পের নিষ্পন্ন অডিট এর অর্থবছরওয়ারী বিস্তারিত তথ্য পিসিআর এ উল্লেখ করা সমীচীন।

২৪.৪ আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন এর সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের প্রতিবেদন প্রেরণ না করা:

আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময় উল্লেখ থাকে। সে অনুযায়ী সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিকে অবহিত করার বিধান রয়েছে। আইএমইডি উক্ত সুপারিশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে ফলো-আপ সভা আহবানের মাধ্যমে অবহিত হয়। তাই এ প্রকল্পটির প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৫. পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:

চিত্র:-১	চিত্র:-২
	
চিত্র:-৩	**চিত্র:-৪**
	

২৬ সুপারিশ:

২৬.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল নভেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ১ম সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৬ হতে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল। ফলে মূল বাস্তবায়নকালের তুলনায় ২বছর ৬ মাস অর্থাৎ ১১৫% সময় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদবৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট হতে হবে;

২৬.২ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই প্রকল্পে ১৬৯.৪১ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।নিয়ম অনুযায়ী অব্যয়িত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৬.৩ আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের পদক্ষেপসমূহের জবাব কেন আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি তা সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৬.৪ আর্থিক শৃংখলা রক্ষার নিমিত্ত ২০১৬-১৭ থকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট নিষ্পন্ন প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

২৬.৫ ভবনটির নির্মাণ সংক্রান্ত বা অন্য কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা Defects Liability Period যদি থাকে তাহলে ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত নিশ্চিত করতে হবে। Defects Liability Period শেষ হলে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকতে হবে।

২৭. উপরিউক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে আগামী ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।